



সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

কানাড়া প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন শিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ

৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সাকুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত
লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল : s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর
পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত
ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও
শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ জনসভায় গ্রেনেড হামলার প্রায় দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পরও এ পর্যন্ত পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। গোয়েন্দা সংস্থা উদ্ঘাটন করতে পারেনি কোনো নির্ভরশীল তথ্য। বরং তদন্তের নামে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা নানা ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে গ্রেনেড হামলাকারীদের আড়াল করতে কার্যত তৎপর। তদন্তের নামে চলছে তদন্ত তদন্ত খেলা।

এদেশে বোমা-গ্রেনেড হামলার ঘটনা বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে প্রথম নয়, '৯৮ সালে উদীচীর সম্মেলনে বোমা বিস্ফোরণের পর প্রায়ই এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনা ঘটছে। দেশের অর্থবহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বোমা বিস্ফোরণের আগেও কোনো তথ্য দিতে পারেনি। বোমা বিস্ফোরণের পরেও চিহ্নিত করতে পারেনি প্রকৃত অপরাধীদের। অতীতের মতো বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে গ্রেনেড হামলার তদন্তের নামে চলছে মহাযজ্ঞ। গঠন করা হয়েছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীরা তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। তারা তদন্তের জন্য আহতদের সঙ্গে দেখা করেছেন। বক্তব্য দিচ্ছেন স্যাটেলাইটে। এদিকে আওয়ামী লীগ কমনওয়েলথ বা জাতিসংঘের অধীনে গ্রেনেড হামলার আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করে আসছে।

কার্যত এখন গ্রেনেড হামলা নিয়ে শুরু হয়েছে ক্ষমতার রাজনীতি। বিরোধী দল গ্রেনেড হামলা ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে সরকার পতনের আন্দোলন জোরদার করতে চায়। তারা সমমনা দল নিয়ে গড়ে তুলেছেন আন্দোলনের ঐক্য। আওয়ামী লীগ কার্যকর কোনো আন্দোলন না করে ঘরে বসে একের পর এক হরতালের ডাক দিচ্ছে। অপরদিকে তিন বছর লুটপাট, সন্ত্রাসের রাজ্য কায়েম করে প্রধানমন্ত্রী বেকায়দায় পড়ে সংলাপ এবং রাজনৈতিক ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। গ্রেনেড হামলার রাজনীতির খেলায় নভিশ্বাস উঠছে জনগণের। হামলায় আহতদের বাড়ছে আহাজারি। পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার আশঙ্কায় শঙ্কিত তারা।

এদেশের মানুষ গ্রেনেড হামলার মতো বর্বরতা নিয়ে রাজনীতি দেখতে চায় না। চায় গ্রেনেড হামলাসহ সকল বোমা হামলার সুষ্ঠু তদন্ত। তাদের প্রত্যাশা, জঘন্য এ অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।

